দৈনিক ইনকিলাব

256

তারিখ ... AUG 1-2 1999
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৪...

বেশ ক'জন পরীক্ষার্থী আছে। যারা এই ঢাকা থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। তারা সবাই উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, তারা হয়তো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না তাদের টোটাল মার্কসের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার মার্কস অনুযায়ী স্কোরিং করেন। এসএসসি'র জন্য শতকরা ৪ এবং এইচএসসি'র জন্য শতকরা ৬ করে ভর্তি পীরক্ষার সাথে যোগ করে মেধা তালিকা তৈরী করা হয়। শহর থেকে বিশেষ করে ঢাকা শহর থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারা উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, নকলহীন পরিবেশে পরীক্ষা দিয়ে যে নম্বর তারা পাবে তা দিয়ে গ্রাম থেকে অথবা মফস্বল থেকে অবাধে নকলের পরিবেশে পরীক্ষা দিয়ে আসা ছাত্রদের সাথে স্কোরিং-এ টিকবে না। মাঝারি ছাত্ররা এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। অপরপক্ষে নকল করে পাস করা অযোগ্য ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় সামান্য ভালো করলেই ভর্তি হয়ে যাবে এবং যাচ্ছে। এটা একটা বৈষম্য। এ বৈষম্যটি দু'ভাবে দূর করা যায়। এক-মফস্বলে যখন নকল বন্ধ করা যায়না সেজন্য শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরে নকলে অনুমতি দেয়া (যা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না)। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত স্কোরিং পদ্ধতি তুলে দেয়া। ভর্তি পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় থাকবে তাদেরকেই ভর্তির সুযোগ দেয়া। এ প্রস্তাবটি মনে হয় যুক্তিযুক্ত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

—রতন, ১৫৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

এইচএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি মাসে রেজাল্ট বের হবে। এরপর শুরু হবে ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সংগ্রাম। আমার পরিচিত